কৃষিই সমৃদ্ধি

# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৭ ❑ মার্চ-এপ্রিল ❑ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৭ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ❑ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৫ হিজরি

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি মন্ত্রণালয়

# কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

**প্রধান উপদেষ্টা**
আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

**উপদেষ্টামণ্ডলী**
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
মোঃ আশরাফুজ্জামান
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্র সেচ)
মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

**সম্পাদক**
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

**সার্বিক সহযোগিতায়**
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

**সহযোগিতায়**
মেহেদী হাসান, গ্রন্থাগারিক

**ফটোগ্রাফি**
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

**প্রকাশক**
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

**মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন**
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩


## সম্পাদকীয়

২৬ মার্চ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালি জাতি মুক্তির মহা লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। টানা ৯ মাসের রক্তাক্ত সংগ্রামে ৩০ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শোষণের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনে বাঙালি জাতি। এটি জাতীয় জীবনে এক অনন্য গৌরবময় দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ত্যাগকে স্মরণ করে ২৬ মার্চ ২০২৪ তারিখ বিএডিসি যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন করে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নেতৃত্বে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর কৃষি ভবনে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ম্যুরালে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। পরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিএডিসি'র প্রতিনিধিদল সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নেতৃত্বে বিএডিসি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের উদ্যোগ, ভর্তুকি ও নানা প্রণোদনায় কৃষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে বিএডিসি'র কৃষি উৎপাদনের ধারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

## ভেতরের পাতায়.....


বিএডিসিতে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় ২০২৪ উদযাপিত.....০৩
বিএডিসিতে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উদযাপিত .....০৪
নতুন উচ্চফলনশীল জাতের আলু চাষের আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর.....০৫
কৃষকরা যাতে ধানের সঠিক মূল্য পায় সেজন্য চেষ্টা করব : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী .....০৬
দেড় লাখ মে. টন টিএসপি সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে বিএডিসি'র চুক্তি সই .....০৭
বিএডিসিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত.....০৮
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন Web-AIS প্রকল্পের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত .....০৯
বীজ বিতরণ বিভাগের আমন ধানবীজ বিতরণ ও বিক্রয় কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত.....১০
বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যানে কাঁঠালের ভাস্কর্য দেখতে মানুষের ভিড় .....১৩
মেহেরপুরে বিএডিসি'র মাধ্যমে স্থাপিত সোলার সিস্টেমে লাভবান কৃষক .....১৪
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি.....১৬


যারা যোগায়
ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি
তাদের জন্য


বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ই-মেইল : prdbadc@gmail.com , ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

# বিএডিসিতে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস যথাযথ মর্যাদায় ২০২৪ উদযাপিত

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে পালিত হলো ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

*মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কৃষিভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি শুরু হয়। পরবর্তীতে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এবং কৃষি ভবনস্থ মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিএডিসি'র শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি ফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। একইসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিএডিসি'র নির্দেশনা অনুযায়ী সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সাথে একত্রিত হয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন ও বীজ ভবনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং কৃষি ভবনের সম্মুখে বিভিন্ন রংয়ের পতাকা দ্বারা শোভিত করা হয়।

জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ২৬ মার্চ বিএডিসি'র আওতাধীন

মাঠ পর্যায়ের সকল মসজিদে মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বিএডিসি'র চেয়ারম্যানের নির্দেশে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

*মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ*

*"আমাদের সমাজে চাষীরা হলো সবচেয়ে দুঃখী ও নির্যাতিত শ্রেণি এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য আমাদের উদ্যোগের বিরাট অংশ অবশ্যই তাদের পেছনে নিয়োজিত করতে হবে।"*

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

# বিএডিসিতে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উদযাপিত

*জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

প্রতিবারের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএডিসিতে পালিত হলো বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪। জাতীয় কর্মসূচি ও কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দিবসটি উপলক্ষ্যে নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

কৃষি ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসূচি শুরু হয়। পরবর্তীতে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণপূর্বক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

*জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কৃষি ভবনে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ*

পরবর্তীতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে স্থাপিত বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণসহ দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়েও নানা ধরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

# নতুন উচ্চফলনশীল জাতের আলু চাষের আহ্বান মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

আলুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন উচ্চফলনশীল জাতের আলুর চাষ বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি। গত ১৭ মার্চ ২০২৪ তারিখ বিকালে শ্রীমঙ্গল উপজেলার পারেরটং গ্রামে বিএডিসি আলু১ বা সানশাইন জাতের আলুর মাঠ পরিদর্শন ও চাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মাননীয় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে চাষাবাদে থাকা বর্তমান জাতগুলো অনেক পুরনো হয়ে গেছে, ফলনও কম। তাছাড়া বর্তমানে সরিষা, ভুট্টা ও বোরো আবাদ বৃদ্ধির কারণে আলুর আবাদ কম হচ্ছে। এর ফলে বর্তমানে আলুতে কিছুটা ঘাটতি হচ্ছে। এই অবস্থায়, নতুন উচ্চফলনশীল জাতগুলো দিয়ে কম ফলনশীল জাতগুলো রিপ্লেস করতে পারলে কম জমিতেও আমাদের প্রয়োজনীয় আলু উৎপাদন করা যাবে এবং রফতানি করাও সম্ভব হবে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আলু বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। বাংলাদেশে ৪.৫৬ লাখ হেক্টর জমিতে মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়; ফলন গড়ে হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৩ টন।

*বিএডিসি'র উৎপাদিত বিএডিসি আলু১ হাতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি। এ সময় বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন*

অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জনাব উম্মে ফারজানা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আবু তালেব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানসম্পন্ন বীজআলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আবীর হোসেন জানান, এ প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি'র খামারে বিগত ৩ বছরে ট্রায়ালে আলুর জীবনকাল, ফলন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ, পুষ্টিগুণ ও দেশিয় আবহাওয়ায় চাষাবাদের উপযোগিতা বিচারে উৎকৃষ্ট মানের ১৪টি জাতের আলু কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বিএডিসি'র নামে নিবন্ধন করা হয়।

তিনি জানান, এর মধ্যে বিএডিসি আলু১ (সানসাইন), বিএডিসি আলু৬ (কুমবিকা), বিএডিসি আলু৭ (কুইনএ্যানি), বিএডিসি আলু১২ (রাশিদা), আগাম এবং রফতানি উপযোগী জাত। যার হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৪০ মেট্রিক টনের উপরে। বিশেষ করে বিএডিসি আলু১ (সানসাইন) জাতটি খুবই সম্ভাবনাময়। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪২-৪৫ মে.টন। স্বল্প জীবনকাল, ৬৫ দিনেই বাজার উপযোগী হয়। ৪-৫ মাস ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। সাইজ ও কালার আকর্ষণীয় এবং এটি আগাম উৎপাদন করা যায়।

# বিএডিসিতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন

বিএডিসিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ প্রদত্ত ভাষণের দিনটি উদযাপনে সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর নির্দেশনা অনুযায়ী সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর নেতৃত্বে বিএডিসি'র প্রতিনিধিগণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সাথে একত্রিত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিএডিসি'র আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বাজানো, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ সম্পর্কে আলোচনা সভা, কবিতা আবৃত্তি, বঙ্গবন্ধুর জীবনভিত্তিক আলোচনার আয়োজন করা হয়। এছাড়াও কৃষি ভবনসহ মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে আলোকসজ্জাকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

# কৃষকরা যাতে ধানের সঠিক মূল্য পায় সেজন্য চেষ্টা করব : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি বলেছেন, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুই কোটি ২২ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কৃষকরা যাতে ধানের দাম বা চালের দাম সঠিকভাবে পায়। কৃষকের বাঁচার জন্য যে প্রয়োজন সেটুকু বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণের জন্য চেষ্টা করব। আমরা চাই কৃষকরা যেন সঠিকমূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারেন। এজন্য তাদেরকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় সেটা নিশ্চিত করা হবে।

*সুনামগঞ্জের দেখার হাওরে কৃষকদের সঙ্গে বোরো ধান কর্তনে অংশগ্রহণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি*

শুক্রবার ১৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সুনামগঞ্জের দেখার হাওরে কৃষকদের সঙ্গে বোরো ধান কর্তনে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, সুনামগঞ্জ জেলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি জেলা। এখানে বন্যা হয় বেশি, খরার সময়ও মাঠ-ঘাট ফেটে যায়। আমরা চেষ্টা করব কৃষকরা যাতে ধানের সঠিক মূল্য পায়। মধ্যস্বত্বভোগীরা যেন মুনাফা না নিতে পারে। মধ্যস্বত্বভোগীরা যেন কোনো সিন্ডিকেট তৈরি করে কৃষকদের গলায় ফাঁসি না দেয়। সবাই সজাগ থাকলে কৃষকরা বঞ্চিত হবেন না।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব রাশেদ ইকবাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে বোরো ধান কর্তন অনুষ্ঠানে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, সংসদ সদস্য ড. মোহাম্মদ সাদিক, অ্যাডভোকেট রনজিত চন্দ্র সরকার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল হাসান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মলয় চৌধুরী, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব বিমল চন্দ্রসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বোরো ধান কর্তনের পর কৃষিমন্ত্রী ধান কাটার জন্য কৃষকদের মাঝে ভর্তুকিতে হারভেস্টার মেশিন বিতরণ করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

বোরো ধান কর্তন অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ বিএডিসি'র সিলেট অঞ্চলে কর্মরত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

# ব্রি আয়োজিত খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার ব্রি ধান এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ব্রি আয়োজিত খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার ব্রি ধান৭৪,৮৯,৯৯,১০০ ব্রি হাইব্রীড ধান৩,৮ এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রির মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। ফসল কর্তনে লবণ সহিষ্ণু জাত ব্রি ধান৯৯ এর বিঘা প্রতি ২৯ মন ফলন এবং ব্রি হাইব্রিড ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ৮.৯ টন পাওয়া যায় যা খুলনা এলাকার জন্য সন্তোষজনক। চেয়ারম্যান দক্ষিণ এলাকার কৃষির উন্নয়নের জন্য পুকুর খনন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেন।

*খুলনা জেলার জেলার ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার ব্রি ধান এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

# দেড় লাখ  মে. টন টিএসপি সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে বিএডিসি'র চুক্তি সই

*তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং তিউনিশিয়ান কেমিক্যাল গ্রুপ (জিসিটি) এর মধ্যে চুক্তির বিষয়ে আলাপরত দুই দেশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ*

বাংলাদেশে টিএসপি সারের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দেড় লাখ মেট্রিক টন ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি) সার আনতে তিউনিশিয়ার সাথে সমঝোতা স্মারক ও চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। গত ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে বিএডিসি এবং তিউনিশিয়ান কেমিক্যাল গ্রুপ (জিসিটি) এর মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

চুক্তিতে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং তিউনিশিয়ার পক্ষে জিসিটির জেনারেল ম্যানেজার হেডি ইউসুফ স্বাক্ষর করেন। এ সময় কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার, বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান জনাব বদিউল আলম উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিএডিসি ২০০৮ সাল থেকে জিটুজি ভিত্তিতে তিউনিশিয়া থেকে টিএসপি সার আমদানি করে আসছে। তিউনিশিয়ার টিএসপি সারের মান অনেক ভাল হওয়ায় কৃষকের কাছে বেশ জনপ্রিয়।

*তিউনিশিয়ার রাজধানী তিউনিশে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এবং তিউনিশিয়ার পক্ষে জিসিটির জেনারেল ম্যানেজার হেডি ইউসুফ স্বাক্ষর করেন*

# বিএডিসিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

*বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশন এর সদস্যবৃন্দ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান*

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সেমিনার হলে গত ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশন এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভার পূর্বে বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশন এর নেতৃবৃন্দ বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। কেক কেটে নারী দিবসের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

*আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন উইমেন্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন*

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি ও মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন, সাধারণ সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক (অর্থ) জনাব মাহমুদা রহমান, সহসভাপতি-১ ও যুগ্মহিসাব নিয়ন্ত্রক জনাব শারমিন জাহান, এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও প্রধান চিকিৎসক ডা. আফরোজা খানম, এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ও যুগ্মপরিচালক (পাটবীজ) জনাব মনিরা রহমান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী ড. মোসাম্মৎ শাহীনারা বেগম।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী-পুরুষ সবাই সমান। নারীদেরকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সভায় সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সুষম অধিকার নিশ্চিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।

*আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেক কাটছেন বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ*

# বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন Web-AIS প্রকল্পের উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ৭ই মার্চ সেচ ভবনস্থ সেমিনার হলে "Inception Workshop on Consultancy for Research on Irrigation and Water Management Development and Implementation of Web-based Agricultural Information Systems for Bangladesh" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

*সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। জার্মানীর ফ্লোরা ইউনিভার্সিটির একটি বিশেষজ্ঞ দল, বুয়েট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিএডিসিসহ অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বক্তব্য দিয়ে সেমিনারের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, দিন দিন আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। আগামী ১৫ বছরে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ অর্ধেক হ্রাস পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে এখনই আমাদেরকে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে একটি বছরে আমাদের দেশে

*সেমিনারে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ*

*সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোছা: মাহফুজা আক্তার*

৩/৪ টি ফসল উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ফলে কৃষির উন্নয়নে একটি বিশেষ ম্যানেজমেন্ট গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে মাঠের আর্দ্রতা ও পুষ্টি সম্পর্কে জানতে সর্বাত্মক কলাকৌশল গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি Web-AIS প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধান অতিথি বলেন, এ প্রকল্প আমাদের দেশের কৃষি ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ডাইমেনশন আনতে সক্ষম হবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম আরো সুচারুরূপে বাস্তবায়নে প্রোজেক্ট অথরিটিসহ সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি সেমিনারে উপস্থিত Questionnaire কে আরো সমৃদ্ধ এবং ফলপ্রসূ করে তুলতে তিনি আগত ফ্লোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদল, বুয়েট, বিএইউ (BAU) এর প্রতিনিধিসহ উপস্থিত সকল প্রতিনিধিগণের সুচিন্তিত মতামত এবং সহযোগিতা কামনা করেন।

ফ্লোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তার বক্তব্যে বলেন, এই প্রকল্পের কার্যক্রম আরো বেগবান করতে তাদের পক্ষ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি দেশের কৃষি ব্যাবস্থায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

# বীজ বিতরণ বিভাগের আমন ধানবীজ বিতরণ ও বিক্রয় কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ২০২৪-২৫ বিতরণ বর্ষে আমন ধানবীজ বিতরণ ও বিক্রয় কৌশল নির্ধারণ এবং ২০২৫-২৭ পর্যন্ত বিতরণ বর্ষে বীজের চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কিত কর্মশালা গত ২২ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। কর্মশালাটি ২২ এপ্রিল শুরু হয়ে ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলে। বীজ বিপণন বিভাগের আওতাধীন সকল কর্মকর্তাগণ উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। বিএডিস'র কার্যক্রম ক্ষুদ্রসেচ, সার ব্যবস্থাপনা এবং বীজ উইং এর মাধ্যমে সম্পাদিত হলেও মূলত বীজের মাধ্যমেই বিএডিসি'র ভেন্টিলেশন হয়। বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় দামে সবচেয়ে কম এবং গুণগত মান অনেকাংশেই ভালো। বিএডিসি'র রয়েছে বীজ উৎপাদনে সুবিশাল খামার, দক্ষ কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স স্কিম এবং রয়েছে বীজের শুদ্ধতা নিরূপণে দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনা। তিনি আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান অর্থনৈতিক মন্দায় বাংলাদেশ দক্ষ কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে এখনো সম্মানের সাথে টিকে আছে। বিএডিসি'র মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ সর্বাঙ্গে কার্যকরভাবে কৃষকদের নিকট সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

*আমন ধানবীজ বিতরণ ও বিক্রয় কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

*কর্মশালায় মঞ্চে উপবিষ্ট বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ*

*কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ*

*'বিএডিসি'র বীজ বপন করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন'*

# বিএডিসিতে জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানসম্পন্ন বীজআলু ও উদ্যান জাতীয় ফসল উৎপাদন কৌশল এবং গ্রিন হাউজে হাইড্রোপনিক্স ও এরোপনিক্স ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে রাজধানীর গাবতলীস্থ বীজ ভবনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। বিএডিসি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ২৩ এপ্রিল ২০২৪ শুরু হয়ে ২৪ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত চলে। ২ দিন ব্যাপি অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি।

*কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, বিএডিসি মূলত দৃশ্যমান কাজ করে মাঠে এবং এর কার্যক্রম দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংস্থার কার্যক্রমের সাথে জড়িত আছে কৃষকের নিবিড় সম্পৃক্ততা।

তিনি আরও বলেন, হাইব্রিড বীজ উৎপাদন, হাইড্রোপনিক্স এবং এরোপনিক্স একটি অত্যাধুনিক কৌশল। এই ধরণের কার্যক্রমের সাথে উপসহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকদের নিয়োজিত করে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি কর্মশালায় গ্রিন হাউজের মাধ্যমে বিশুদ্ধ বীজ উৎপাদনেও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ ওসমান ভুইয়া, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান।

*প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ*

*প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখছেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান*

*প্রশিক্ষণে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব দেবদাস সাহা*

# লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে : বিএডিসি চেয়ারম্যান

চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় চাষাবাদের জন্য প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) এর চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হলে এই অঞ্চলের চাষবাদের পানির লবণাক্ততা কমানো সম্ভব হবে জানান তিনি।

*চট্টগ্রামের পাহাড়তলী এলাকায় বিএডিসি বীজ ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএডিসি চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

শুক্রবার ২৯ মার্চ ২০২৪ সকালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী এলাকায় বিএডিসি বীজ ভবনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি বলেন, 'চট্টগ্রামের উপকূলীয় এলাকায় চাষাবাদে পানিতে লবণাক্ততার প্রভাব বেড়েছে। যার কারণে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় চাষাবাদে ক্ষতি হচ্ছে। সে কারণে আমরা সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু করেছি। এই সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে খাল খননসহ যাবতীয় কার্যক্রম শেষ হলে একবছরের মধ্যে এই অঞ্চলের পানিতে লবণাক্ততা কমে মিঠা পানিতে পরিণত হবে। চট্টগ্রামের কোনো কৃষি জমি যেন চাষাবাদের বাইরে না যায়, সেজন্য সকল কর্মকর্তাদের কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র যুগ্মপরিচালক (নিওক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সেচ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, বীজ বিপননের যুগ্মপরিচালক জনাব মাহমুদুল আলমসহ বিএডিসি চট্টগ্রামের কর্মকর্তা ও বিএডিসি'র চুক্তিবদ্ধ কৃষকরা।

# কুষ্টিয়ায় নবনির্মিত সার গোডাউন উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

গত ৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলায় নবনির্মিত ১০০০ মে.টন সার গোডাউন উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক (সার), যুগ্মপরিচালক (সার), প্রকল্প পরিচালক পানি সাশ্রয়ী প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালক মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা কৃষি অফিসার ও বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ। এ সময় চেয়ারম্যান কুষ্টিয়ার বিএডিসি সেচ ক্যাম্পাসে একটি বৃক্ষরোপণ করেন।

*কুষ্টিয়ায় নবনির্মিত সার গোডাউন উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

# বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যানে কাঁঠালের ভাস্কর্য দেখতে মানুষের ভিড়

কাঁঠালের ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) অভ্যন্তরে।

কাঁঠালের ভাস্কর্য দেখতে এসে ছবি তুলে রাখছেন দর্শনার্থীরা। গত ১৬ মার্চ ২০২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার গাজীপুরের কাশিমপুরে বিএডিসিতে ১ ফুট বা ২ ফুট নয়, ২১ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট প্রশস্ত বিশাল আকৃতির কাঁঠালের একটি ভাস্কর্য রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছে। এটি এত নিখুঁতভাবে করা হয়েছে যে দূর থেকে বোঝার উপায় নেই, এটি ভাস্কর্য। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী কাঁঠালের ভাস্কর্যটি দেখতে সেখানে ভিড় করছেন। ভাস্কর্য দেখতে এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন কাঁঠালসহ বিভিন্ন ফলের চারাগাছ।

কাঁঠালের ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে।

বিএডিসির কর্মকর্তারা জানান, 'কাঁঠাল আমাদের দেশের জাতীয় ফল। ফলটি বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। কাঁঠাল ইউরোপে মাংসের বিকল্প হিসেবে খাওয়া হচ্ছে। দিন দিন ইউরোপে কাঁঠালের চাহিদা বাড়ছে। গুণগত মানেও সেরা ও সুমিষ্ট ফল হিসেবে দেশের চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরেও এ ফল রপ্তানি করা হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্যই মূলত কাশিমপুরে বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে কাঁঠালের ভাস্কর্যটি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত ১৫ জানুয়ারি বিএডিসি'র অভ্যন্তরে কাঁঠালের ভাস্কর্যটি তৈরির কাজ শুরু হয়। এটির কাজ শেষ হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। এক মাসের কিছু বেশি সময়ে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর সাধারণ মানুষের জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়। এখন প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী ভাস্কর্যটি দেখতে ভিড় করছেন।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে কাঁঠালের ভাস্কর্য দেখতে আসেন একটি কারখানার কর্মী জেসমিন আক্তার। তিনি বলেন, এখানে কাঁঠালের বড় একটি ভাস্কর্য তৈরি করা হয়েছে, এমন খবর পেয়ে দেখতে এসেছি। তাঁর মতো আরও অনেকেই ভাস্কর্যটি দেখতে ভিড় করছেন।

*কাঁঠালের ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়েছে গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের অভ্যন্তরে*

বিএডিসির উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রের যুগ্মপরিচালক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, 'গাজীপুরে প্রচুর কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। আমরা জাতীয় ফলের প্রতি মানুষের উৎসাহ সৃষ্টির জন্য ভাস্কর্যটি তৈরি করেছি। এটি দেখতে দর্শনার্থীরা আসছেন। পাশাপাশি কাঁঠালের চারারও বিক্রি বেড়েছে। তাঁরা ভাস্কর্য দেখা শেষে কাঁঠালের বিভিন্ন জাত সংগ্রহ করছেন।'

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান) জনাব মোঃ ইসবাত প্রথম আলোকে বলেন, 'কাঁঠাল গাজীপুরে বেশ প্রসিদ্ধ। এই কাঁঠাল কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব হবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই কাঁঠালের ভাস্কর্য দেখে দেশের মানুষ কাঁঠালের গাছ লাগাতে উদ্বুদ্ধ হবে। এতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।'

*সংকলিত : দৈনিক প্রথম আলো*

*১৬ মার্চ ২০২৪*

# মেহেরপুরে বিএডিসি'র মাধ্যমে স্থাপিত সোলার সিস্টেমে লাভবান কৃষক

*মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় স্থাপিত সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল (পাতকুয়া)*

জেলার মাঠে মাঠে বিদ্যুৎ ও ডিজেল ছাড়াই ভূগর্ভস্থ পানি চলে যাচ্ছে কৃষকের আবাদি জমিতে। ডিজেল ও বিদ্যুতের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ। সাশ্রয় হচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা আর ফসলি জমিতে সময়মতো মিলছে সেচ ফলে উপকৃত হচ্ছে চাষী। শুধুমাত্র ধান নয়, কৃষক সেচের পানি ব্যবহার করছেন কলার বাগানে, সবজির জমিতে। পুরো জেলার আবাদি জমি সোলার পাম্পের আওতায় আনলে কৃষি নির্ভর মেহেরপুর জেলায় বিপ্লব ঘটে যাবে সেচ সুবিধার কারণে। সোলার পাম্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিড লাইনে সংযুক্ত করলে দেশে বিদ্যুৎ সংকট দূর হয়ে যাবে অনেকাংশে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় ২০ হর্স পাওয়ারের ২৪টি ও সাড়ে ৭ হর্স পাওয়ারের ১১টি সোলার সেচ পাম্প চালু রয়েছে। এছাড়া নদ-নদী কেন্দ্রিক সেচ পাম্প রয়েছে ৩০টি, ভূগর্ভস্থ সোলার সেচ পাম্প রয়েছে ৩৩টি। নদ নদীর সেচ পাম্প থেকে প্রতিদিন ৩০ বিঘা জমি এবং ভূগর্ভস্থ যিনি সেচ পাম্প থেকে প্রতিদিন ৩০ বিঘা জমি সেচ সুবিধা পাচ্ছে। ২০ হর্স পাওয়ার সোলার সেচ পাম্প নির্মাণে ৫৬ লাখ টাকা ও সাড়ে ৭ হর্স পাওয়ারে খরচ হয়েছে ৩৫ লাখ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ৩ হাজার একর জমি সেচের আওতায় নেওয়া আছে। মেহেরপুর জেলায় প্রায় ৩ হাজার বিঘা জমিতে সোলার সেচ পাম্পের কারণে ডিজেল ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে। ফলে সোলার পাম্প গ্রামীণ অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্বল্প খরচে কৃষকরা তাদের কৃষি জমিতে সৌরবিদ্যুৎ চালিত পাম্পের সেচ সুবিধা ভোগ করায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ প্রযুক্তির চাহিদা। মাঠে মাঠে এখন নতুন করে সম্প্রসারিত হচ্ছে ব্যাটারিবিহীন সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্প। ফলে এ জেলায় এখন দেখা দিয়েছে সবুজ কৃষি বিপ্লবের অপার সম্ভাবনা।

মুজিবনগর সেচ প্রকল্পের আওতায় এসব পাম্প স্থাপন হয়েছে। যার আর্থিক সহায়তা করেছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)। এখন চাষিদের বিদ্যুতের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। কিংবা ছুটতে হয় না ডিজেল চালিত পাম্প মালিকদের কাছে। স্বল্প খরচে সব ধরনের ফসলে সেচ সুবিধা পাচ্ছেন চাষিরা। প্রতিটি সোলার সিস্টেমে সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঠে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। পাম্পগুলোতে প্রতিদিন প্রায় ৭ কোটি ২০ লাখ লিটার পানি উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে করে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার ইউনিট বিদ্যুতের সাশ্রয় হচ্ছে। এগুলো ঝামেলা ছাড়াই টানা ২০ বছর সার্ভিস দেবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। সুবিধাভোগীরা জানান, প্রতিবার সেচ দিতে বিঘাপ্রতি ৪ থেকে ৫ লিটার ডিজেল কিনতে হতো। ৫ লিটার ডিজেলের বাজারমূল্য সাড়ে ৪শ টাকা। কিন্তু এখন সোলার পাম্পের কারণে মাত্র ৩ শত টাকায় এক বিঘা জমিতে সেচ দিতে পারছেন। এর ফলে গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে খুচরা ডিজেল বিক্রেতাদের ডিজেল বিক্রয় এখন অনেকাংশে কমে গিয়েছে। কারণ আগের মতো কৃষি কাজের জন্য কৃষক ডিজেল ক্রয় করে না। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোমরদহ গ্রামের কৃষক জাহিদুল হাসান বলেন- আগের ইঞ্জিনচালিত শ্যালো মেশিনের চালককে তেল কিনে বাড়িতে দিয়ে আসলে জমিতে পানি দিয়ে দিত তার সময়মতো। তেল দিতে দেরি হলে সেদিন আর পানি দেওয়া হতো না। এতে সময়মতো পানি না দেয়ার কারণে ফসলের ক্ষতি হতো। বর্তমানে সোলার সেচ পাম্প হওয়ায় ফোন দিলেই পানি দিয়ে দেয়। সময়মতো পানি দেওয়ায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেহেরপুর বিএডিসির প্রকৌশলী শাহরিয়ার আহমেদ জানান, কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার করে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে হবে। সেকেলে আর মান্ধাতার আমলের কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির বদলে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সৌরবিদ্যুৎ চালিত সোলার সেচ পাম্প আমাদের কৃষিক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। মুজিবনগর সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মাঠে ভূগর্ভস্থ ছাড়াও নদী কেন্দ্রিক সোলার সেচ পাম্প আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করছে।

*সংকলিত : দৈনিক সংবাদ*

*২৫ মার্চ ২০২৪*

# ডোমার বিএডিসি খামারে আলুর গ্রেডিং শুরু

নীলফামারীর ডোমার বিএডিসি খামারে চলতি অর্থবছরে ৪১০ ও কৃষক পর্যায়ে জোনভিত্তিক প্রায় ৩শ একর জমিতে ভিত্তি বীজ আলু চাষাবাদ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে জোনভিত্তিক ১৯ ব্লকে যে আলু চাষাবাদ করা হয়েছে তার সকল ফলন ভিত্তি বীজ হিসেবে সংগ্রহ করবে ডোমার বিএডিসি। ইতোমধ্যে জমি থেকে আলু সংরক্ষণ করে কিউরিং ও গ্রেডিং এর কাজ শুরু করেছে খামার কর্তৃপক্ষ। আলুর গ্রেডিং এর কাজ শেষে ভিত্তি বীজ হিসেবে নিজস্ব হিমাগারে সংরক্ষণ করা হবে

খামারটিতে গিয়ে দেখা যায় শেডে রাখা আলুগুলো হতে দাগপড়া, খুব ছোট আকৃতির এবং অস্বাভাবিক আলুগুলো আলাদা করছে শ্রমিকরা। তবে ডোমার বিএডিসি কর্তৃপক্ষ আশাবাদী এবারও আলুর ফলন লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জিত হবে। ডোমার বিএডিসি খামার এলাকার আলু চাষীদের সাথে কথা হলে বলেন, এবার আবহাওয়া অনুকূলে না থাকা ও ঘন কুয়াশার কারণে আলুর ফলন কম হয়েছে। তবে বাজার মুল্যে ভাল থাকায় খুশি তারা। ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামার সূত্রে জানা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সানসাইন, সানতানা, কার্ডিনাল, মিউডিকো, আতাটো, গ্রানোলা, বারি আলু ৬২, মিনিটিউবার করা হয়েছে। মিনিটিউবার হতে প্রাকভিত্তি ১৭৬ একর ও প্রাক ভিত্তি হতে ভিত্তি ৭৮.৪৪ একর জমিতে লাগানো হয়। তাছাড়াও আমদানিকৃত বেসিক বীজ হতে ভিত্তি ১২২.১১ একর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। সহকারী

*নীলফামারীর ডোমারে বিএডিসি'র খামারে বীজ আলু উৎপাদন কার্যক্রম*

ডায়মন্ডসহ অন্যান্য মোট ২৬টি আলুর প্লান্টলেট হতে ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ৬৬৫টি চারা তৈরি করা হয়েছিল। চারাগুলো ২২.২৭ একর জমিতে রোপণ করা হয়। এই চারাগুলো থেকে পরিচালক জনাব সুব্রত মজুমদার বলেন, আধুনিক যান্ত্রিকরণ পটেটো প্লান্টার দ্বারা আলু বীজ রোপণ, ডিগার দ্বারা আলু উত্তোলণ করে গ্রেডার মেশিন দ্বারা বীজ আলু গ্রেডিং করে নিজস্ব হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। এই খামারে উৎপাদিত সকল আলু ভিত্তি বীজ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

ডোমার ভিত্তি বীজ আলু উৎপাদন খামারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আবু তালেব মিঞা জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৮০ একর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছিল। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২১৫২ মে.টন। সে বছরেই অর্জন হয়েছে ২৩শ মে.টন। এ সাফল্যের পেছনে খামারের সকলের অবদান রয়েছে। প্রতিবছরে আলুর চাষ বাড়ানো হচ্ছে খামারটিতে। গত বছরের তুলনায় ৩১ একর বেশি জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। এবার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট ৪১০ একর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। যার ফলন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৬৭৫ টন। আশা করছি এবারও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি অর্জন হবে।

*সংকলিত : দৈনিক সংবাদ*
*২৫ মার্চ ২০২৪*

# পাবনার ঈশ্বরদীতে সার গুদাম পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

গত ০৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মিত ১০০০ মেট্রিক টন পিএফজি-১ সার গুদাম পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক (এফএমএপি ২য় পর্যায়), যুগ্মপরিচালক (সার), যুগ্মপরিচালক (বীপ্রকে), পাবনা, প্রকল্প পরিচালক (পানাসি), নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা এবং বিএডিসি'র পাবনা অঞ্চলের উপপরিচালকগণ, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

চেয়ারম্যান গুদামের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাছাড়া সার বিক্রয় ও বিতরণ কার্যক্রম দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

*পাবনার ঈশ্বরদীতে সার গুদাম পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

বিএডিসি'র বরিশাল-ফরিদপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনের আওতায় উৎপাদিত পেঁয়াজ বীজ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

# চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

*মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপিকে সিলেট ওসমানী বিমান বন্দরে বিএডিসি'র পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

*মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে বিএডিসি'র আলু বীজের কার্যালয় পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ এমপি*

*জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনের ডে-কেয়ার সেন্টারে বাচ্চাদের হাতে খেলনা তুলে দিচ্ছেন বিএডিসি'র সচিব জনাব ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান। এ সময় মহাব্যবস্থাপক (তদন্ত) জনাব মেরিনা সারমীন, প্রধান চিকিৎসক জনাব ডাঃ আফরোজা খানম উপস্থিত ছিলেন*

# চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

*মিরপুরে বিএডিসি'র বীজ বর্ধন খামার পরিদর্শন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, কৃষিসচিব জনাব ওয়াহিদা আক্তার এবং বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসিসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ*

*বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের বোর্ড রুমে বেলারুশের ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার ইভজেনি শেস্তাকভ এর সাথে আলোচনা করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

*৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র প্রতিনিধিগণ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সাথে একত্রিত হয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন*

# চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

*খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার ব্রি ধান এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

*খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলায় বিএডিসি'র ৭ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সার গুদাম পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারমান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

*খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও দিঘলিয়া উপজেলার ব্রি ধান এর ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস উপলক্ষ্যে ফসলের মাঠ পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ এনডিসি*

# জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

**জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয়:**

**ধান:** চাষী ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ ও ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপন করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছা নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

**পাট:** পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমন করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

**ডাল ও তৈল:** বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাত জনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশ এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

**ফলমূল:** আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফল গুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আঁচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

**শাক সবজি:** বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পুইশাক অন্যান্য সবজির যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ও উপরোক্ত সবজির আবাদ শুরু করতে পারেন।

**আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়:**

**ধান:** সময়মতো রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপন করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজ তলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজ তলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

**পাট:** পাটের জমিতে এ সময় বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

**ভুট্টা:** পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগৃহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

**শাক-সবজি:** গ্রীষ্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সবজির বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শেকর ভেসে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সবজির গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সে জন্য বেশি বৃদ্ধি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে।